গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

# এবং

# কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

# -ঃ সূচিপত্র ঃ-


মূসক অনুবিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র..... ৩

প্রস্তাবনা : ..... ৪

সেকশন ১ : মূসক অনুবিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ..... ৫

সেকশন ২ : মূসক অনুবিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)..... ৬

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ..... ৭-১২

সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)..... ১৩

সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি..... ১৪-১৫

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা..... ১৬

## কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
## (Overview of the Performance of the Customs Excise & VAT Commissionerate, Rangpur)

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহঃ**

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর ২৫ আগস্ট, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে ৮টি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ; ১৮টি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল; ৬টি শুল্ক স্টেশন, ৫টি শুল্ক করিডোর ও ১৫টি শুল্ক গুদাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কমিশনারেটের প্রধান কার্যাবলী হচ্ছে শুল্ক কর ও ভ্যাট আহরণ, রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, জাতীয় বাজেটে প্রণীত রাজস্ব সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫০৬ কোটি টাকা এবং আহরণ হয়েছে ৫২১ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৬৯৫ কোটি টাকা এবং আহরণ হয়েছে ৭২৩ কোটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৮৯৭.১৮ কোটি টাকার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৯০৪.৪৮ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১১৮৯.০৩ কোটি টাকা। রাজস্ব আহরণ ত্বরান্বিতকরণ এবং রাজস্ব পরিবীক্ষণ জোরদারকরণের জন্য টেকসই সেবাবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গঠন করার মাধ্যমে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রতি জোর দিচ্ছে রংপুর মূসক কমিশনারেট।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ**

সঠিক মূল্য নির্ধারণ, মনিটরিং জোরদারকরণ, উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার রাজস্ব আহরণ, ভ্যাট ফাঁকি রোধ, জাতীয় বাজেটে প্রণীত রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন, বকেয়া পরিশোধ, বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ (মামলা তদারকি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে) ও স্বল্প জনবলের উন্নত ব্যবস্থাপনা।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

রংপুর কমিশনারেটের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ বাংলাদেশের সবচেয়ে দারিদ্রপীড়িত হওয়ায় ফি বছর যে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ কর হয় তা আহরণ করা কঠিন। কেননা, এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধিও রাজস্ব প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম। তাছাড়া, নতুন শিল্পায়নও হচ্ছে না। তাই, সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা আহরণ করাই এ কমিশনারেটের বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সকল শুল্ক স্টেশন ও ইপিজেড এলাকায় ASYCUDA World চলমান রয়েছে । প্রত্যেক মূসক বিভাগ থেকে যাতে মূসক নিবন্ধন প্রদান করা যায়, সে জন্য প্রত্যেক বিভাগে VAT Online এর আওতায় মূসক নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন, বকেয়া পরিশোধ, ADR এর মাধ্যমে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনহাউস প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

**২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ**

- VAT Online বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ধার্যকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- সকল মূসক বিভাগে Online এ VAT Registration কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ও অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়ন করণ;
- বকেয়া রাজস্ব পরিশোধে জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ।
- জরীপ কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- রাজস্ব ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহে অডিট কার্যক্রম গ্রহণ।

## উপক্রমণিকা (Preamble)

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-এর সকল কর্মচারীগণের পক্ষে

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) এর মধ্যে **২০১৮ সালের .....মাসের.....**তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

## সেকশন ১:

### কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী:

1.1 **রূপকল্প (Vision):** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আধুনিক ও টেকসই মূসক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে নিবন্ধিত ও নিবন্ধনযোগ্য করদাতাগণের নিকট থেকে রাজস্ব আহরণ।

1.2 **অভিলক্ষ্য (Mission):**

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন ও নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) ন্যায়ভিত্তিক ও যুগোপযোগী কর নীতি ও কর্মকৌশল অনুসরণপূর্বক একটি জনবান্ধব কর প্রশাসন গড়ে তোলা;

(গ) রাজস্ব প্রশাসনে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃজন।

1.3 **কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহঃ**

* সর্বোচ্চ সংখ্যক অনলাইনে নিবন্ধনকরণ;
* সর্বোচ্চ রাজস্ব আহরণ;
* সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে করদাতা বান্ধব কর প্রশাসন গড়ে তোলা;
* বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতিশীলকরণ;
* সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন;
* প্রশাসনিক উন্নয়ন;
* অবকাঠামো উন্নয়ন।

## সেকশন-২

### মূসক অনুবিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

| চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicators) | একক (Unit) | প্রকৃত | | লক্ষমাত্রা ২০১৮-১৯ | প্রক্ষেপণ (Projection) | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্ব প্রাপ্তমন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র (source's of data) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | | |
| রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি | কর জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি | শতকরা হার | ১১.৫০ | ১২.৩০ | ১৩.১০ | ১৪.১০ | | এটর্নি জেনারেলের দপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মহাহিসাব নিরীক্ষকের ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর | মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯, অর্থ বিভাগ |

* সাময়িক